কিন্তু বেদে সর্ত্তবে, সর্ত্তোঃ। এখানে দ্বিতীয়াবিভক্তিতে সর্ত্তুম্, চতুর্থীতে—সর্ত্তবে, পঞ্চমীতে-সর্তোঃ, ষষ্ঠীতে-সর্তোঃ ইত্যাদি। সপ্তমী বিভক্তিতে যেমন—দৃশি (দেখার জন্য বা দেখতে), ধর্তরি = ধরতে। এইরূপ নেষণি, সঞ্চক্ষি প্রভৃতি।

৪। লেট্ লকারের প্রয়োগ (Subjunctive) ঃ— লট্, লোট, লিঙ্, বিধিলিঙ্, লৃট, লিট্, লুঙ্ আশীলিঙ্ লৃঙ্ ও তিঙ্ বিভক্তি দশপ্রকারের। বেদে লেট্ নামে আরো একটি বিশেষ লকার ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রয়োগ লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যে একেবারেই অনুপস্থিত। লেট্ লকার সাধারণতঃ পণবন্ধ অর্থাৎ অভিপ্রায় বা চুক্তি, ঔচিত্য, কারণ থেকে কার্যের স্বাভাবিক নিষ্পত্তি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার্য। উক্ত দশবিধ লকারের মধ্যে ধাতুর উত্তরে যে কোন একটি লকারই প্রযুক্ত হয়, একাধিক ল কার প্রয়োগের সুযোগ থাকে না। একটি লকার ক্রিয়ার কাল সূচনা করে, অন্য লকার ক্রিয়ার Mood বা ভাবের সূচক।

প্রধানবাক্যে লেটের দ্বিবিধ প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন— ১) প্রশ্নবোধক বাক্যে— কিমু নু বঃ কৃণবাম? (তোমার জন্য আমরা কি প্রার্থনা করবো) ২) নেতিবাচক বাক্যে ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করঃ—(কখনো তারা ধ্বংস হয় না, তস্কর তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না)। অপ্রধান বাক্যে লেটের প্রয়োগ—' নেজ্জিক্ষায়ন্ত্যো নরকং পতাম'—(আমরা কুটিল পথ অনুসরণ করলে নরকে পতিত হব) এখানে আশংকা অর্থে লেটের প্রয়োগ হয়েছে।

এছাড়া সম্ভাবকভাব বা বিধিলিঙ্ অর্থে লেট্ প্রযুক্ত হয়, যথা— সূত্র ১) "লিঙর্থে লেট্"— উদাহরণ 'স দেবাঁ এ বক্ষতি'। 'গবাং গোপতির্নো ভবাতি'।

২) "উপসংবাদাশংকয়োশ্চ"—উপসংবাদ বা আশংকা বোঝাতে লেট্ ব্যবহৃত হয়, যথা— 'অহমেব পশূনাম্ ঈশৈ।'

লেট্ বিভক্তিতে ধাতুর উত্তর অনেকসময় একটা সিপ্ বা সি আসে। পরস্মৈপদের বিভক্তির ই-কারের লোপ হয়—

১) "ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষু" সূত্রানুসারে। উদাহরণ যথা—তারিষৎ, অশ্নবৎ ইত্যাদি।

২) "লেটোহডাটৌ"— লেট্ এর প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিভক্তি মাঝে অট্ বা আট্ এর আগম হয়, যথা— করৎ, গমৎ, করাতি, প্রতাতি, দভাতি ইত্যাদি।

৩) "সিব্ বহুলং লেট্"—কখনো কখনো সিপ্ আগম হয়, যথা—তারিষৎ।

৪) "স উত্তমস্য" সূত্রানুসারে লেটের প্রয়োগে উত্তমপুরুষে বস্ ও মস্ বিভক্তির স কারের লোপ হয়—করবাব, পতাম। লোপ না হলে করবাবঃ, পতামঃ হত।

৫) "আত ঐ"—অর্থাৎ আত্মনেপদী ধাতুর প্রথম পুরুষের ও মধ্যম পুরুষের

Scanned with OKEN Scanner

দ্বিবচনে 'আতে' ও 'আথে' বিভক্তিতে আকার স্থানে ঐ কার হয়, যথা—মন্ত্রয়ৈতে, করবৈথে। আত্মনেপদী ধাতুর অন্যান্য বচনে ও বিভক্তির শেষে এ কার স্থানে ঐ কার দৃষ্ট হয়, যথা— ঈশৈ, উপাসসৈ, অতিবধৈ ইত্যাদি। কখনো কখনো এ কার ঐ কার হয় না, যথা—দধসে (দধস্যৈ হয়নি)। লেটের প্রয়োগে দা ও ধাতুর আ কার বিকল্পে লোপ পায়, যথা—দদত্, দদাত্; দধত্, দধাত্।

৫। **বৈদিক শব্দরূপ (Vedic Declension) ঃ—** বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে লৌকিকসংস্কৃতের শব্দরূপগত সামঞ্জস্য সাধারণভাবে বজায় থাকলেও বৈদিক সংস্কৃতের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

· অকারান্ত শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য ঃ- সংস্কৃত ভাষায় প্রায় অর্ধেকেরও বেশী শব্দ অকারান্ত এবং এগুলি প্রায় সবই পুংলিঙ্গ শব্দ। অকারান্ত শব্দের রূপরাচনায় লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক সংস্কৃতে বৈচিত্র্য অধিক।

ক) অকারান্ত শব্দের প্রথমার বহুবচনে অস্ বিভক্তির পরিবর্তে আসঃ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য করার করার মত, যেমন— দেব + অস্ = দেবাস্ = দেবাঃ। দেবাস্ + অস্ = দেবাসঃ অর্থাৎ অকারান্ত শব্দের প্রথমার বহুবচনে দুটি পদই সিদ্ধ হয়— দেবাঃ, দেবাসঃ; নরাঃ নরাসঃ, অশ্বাঃ অশ্বাসঃ। এখানে একবার অস্ বিভক্তি যুক্ত হওয়ার পরে, পুনরায় অসুক্ বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে এইরূপ হয়। এ বিষয়ে পাণিনির সূত্র আছে—'আজ্জসেরসুক্।' উদাহরণ যথা—'দিবি দেবাস আসতে।' পুনরায় অসুক্ প্রত্যয়ান্ত পদটি অর্থাৎ দেবাসঃ, নরাসঃ ইত্যাদি লৌকিক সংস্কৃতে গৃহীত হয়নি।

· প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে যুগ্ম বিভক্তি আ/ঔ হয়, যথা— দেবা/দেবৌ, নরা/নরৌ ইত্যাদি।

তৃতীয়ার বহুবচনের যুগ্ম বিভক্তি ভিস্/ঐঃ বিভক্তি যুক্ত হয়, যথা—দেবেভিঃ/দেবৈঃ, নরেভিঃ/নরৈঃ ইত্যাদি। উদাহরণ— ' দেবো দেবেভিরাগমত্।' 'অগ্নিঃ পূর্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত'। ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ অকারান্ত শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে আবিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ্যনীয়; ঋগ্বেদে এই আ বিভক্তি অধিক প্রযুক্ত হলেও তা অথর্ব বেদে সীমিত হয়েছে, যথা—'সর্বা তা যম আহিতা' (লৌকিক সংস্কৃতে হবে— সর্বাণি তানি যম আহিতানি)

উদা—'ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা।'

সূত্র— 'শেশ্ছন্দসি বহুলম্।'

আকারান্ত শব্দ সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গবাচক। বেদে আকারান্ত শব্দের দুই প্রকার রীতি ছিল, সিদ্ধ এবং সাধিত। একাক্ষরী মৌলিক বা সিদ্ধ আকারান্ত শব্দের ব্যবহার

Scanned with OKEN Scanner

ঋগ্বেদে সুপ্রচুর হলেও অথর্ব বেদে তা অনেকটা সীমিত হয়েছে। যেমন—'সোমপাঃ, নামধাঃ, কিন্তু অথর্ববেদে তা হয়েছে সোমপঃ, নামধঃ ইত্যাদি। সাধিত আকারান্ত শব্দে সংস্কৃতের মতোই বিভক্তি যুক্ত হত, শুধু তৃতীয়ার একবচনে প্রাচীন বিভক্তি আ (যথা—মনীষা) যুক্ত হত। ১মা ও ২য়ার বহুবচনে বিভক্তির দ্বিত্ব প্রয়োগ লক্ষণীয় যথা—১মার বহুবচনে বশাসঃ, ২য়ার বহুবচনে-অরঙ্গমাসঃ, ইত্যাদি।

ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দগুলির উত্তরে দ্বিতীয়ায় অম ও পঞ্চমী/ষষ্ঠীর অস্ বিভক্তি অনেক ক্ষেত্রেই সোজাসুজি যুক্ত হওয়ার ফলে সন্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অরি + অম = অর্যম্, অরি + অস্ = অর্যঃ ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়, এক্ষেত্রে অরিম্ বা অরেঃ হয় না। উদাহরণ, যথা—

'যো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি।'

'বিষ্ণোঃ পরমে পদে মধ্ব উত্সঃ', ইত্যাদি।

ঈ-কারান্ত এবং ঊ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় একবচনে সন্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যম্ ও বম্ বিভক্তিযুক্ত পদ সিদ্ধ হতে দেখা যায়, যথা—বৃকী + অম্ = বৃক্যম্, তনূ + বম্ = তন্বম্। উদাহরণ— 'যাবয়া বৃক্যং বৃকম্'। 'আবিস্তন্বং কৃণুষে দৃশে কম্'। ইত্যাদি।

ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের এবং অপ্ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে ও প্রথমার বহুবচনের পার্থক্য অনেকসময় রক্ষিত হয় না, যেমন— আপো হ যদ্ বৃহতীর্বিশ্বম্ আয়ন্'—এখানে অপ্ শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত বৃহতী শব্দের রূপ প্রথমান্তের পরিবর্তে দ্বিতীয়ার মত হয়েছে। আবার 'যশ্চিদ্ আপো মহিনা পর্যপশ্যৎ।' এখানে অপ্ কর্ম বলে দ্বিতীয়া হওয়া উচিত হলেও প্রথমান্ত আপঃ পদই প্রযুক্ত হয়েছে।

রাত্রী-শব্দ বেদে সর্বদা ঈ-কারান্ত রূপে পঠিত হয় সূত্র—"রাত্রেশ্চাজসৌ।" কিন্তু অথর্ববেদে ইহা ১মা একবচনে রাত্রিঃ, ২য়া একবচনে রাত্রিম্। ই-কারান্তরূপে পঠিত।

শ্রী শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'শ্রীণাম্' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়—'শ্রীণাম্ উদারো ধরুণো রযীণাম্।' হওয়া উচিত শ্রীয়াম্।

পন্থা, মন্থা, ঋভুক্ষা, উশনা, মহা, আত্মা প্রভৃতি শব্দ ঋগ্বেদে আ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দরূপে পঠিত হত। লৌকিক সংস্কৃতে পন্থা শব্দ পথিন্ রূপে পঠিত। ঋগ্বেদে পন্থা শব্দের ১মা ১বচনে-পন্থাঃ, ২য়া ১ বচনে পন্থাম্, ১মা বহুবচনে পন্থাঃ। উদা—'বহুভ্যঃ পন্থাম্ অনুপস্পশানম্।' লৌকিকে পন্থাম্ এর পরিবর্তে পন্থানম্ হয়।

অন্ ভাগান্ত শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে আনম্ বিভক্তিযুক্ত পদ লৌকিকে সিদ্ধ হয়, যথা— বৃত্রহন্ = বৃত্রহানম্, কিন্তু বৈদিকে অনেক সময় স্বরের বৃদ্ধি হয়

Scanned with OKEN Scanner